তারিখ ··· 19 APR 1996
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

দৈনিক সংবাদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস

চর দখলের লড়াই

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও এর ১১টি হল কারো কারো ওপরে ওঠার সিঁড়ি। আবার শত শত যুবকের ঝরে যাবার পটভূমিও তৈরি হয় এ হলগুলোতে। ''রাজা যায়, রাজা আসে''র মত হলগুলোর পট পরিবর্তিত হয়।

এক ছাত্র সংগঠনের কাছ থেকে হলের দখল চলে যায় আরেক ছাত্র সংগঠনের কাছে, একই ছাত্র সংগঠনের এক গ্রুপকে হটিয়ে হল দখল করে নেয় আরেক গ্রুপ। ভোগান্তি বাড়ে সাধারণ ছাত্রদের, বাড়ে শংকা ও উৎকণ্ঠা। কখনো কখনো লাশ হয়ে চলে যেতে হয় জীবনের ওপারে।

মুক্তিযুদ্ধের পর দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিভক্ত ছিল আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ জাসদ ছাত্রলীগ– এই দুই শিবিরে। হলগুলো এ দু'টো সংগঠনের সশস্ত্র কর্মীদের দখলে ছিল। ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর আবির্ভাব ঘটল ক্ষমতার গর্ভে জন্ম নেয়া জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের। এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো বিভক্ত হল তিন প্রধান গ্রুপের মধ্যে। কিন্তু এ অবস্থা বেশিদিন স্থায়ী হল না। ক্ষয় শুরু হল জাসদ ছাত্রলীগের, সংগে সংগে ভাটার টান লাগল তাদের প্রতিপত্তিতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস বিভক্ত হয়ে পড়ল দুই মেরুতে উত্তরপাড়া ও দক্ষিণ পাড়ায়।

উত্তর পাড়ার পরিধি ৫টা হল নিয়ে বিস্তৃত। মুহসীন, সূর্যসেন, জসীমউদ্দিন, জিয়া ও মুজিব হল উত্তরপাড়ার সীমানাভুক্ত। দক্ষিণপাড়ার পরিধি ৩টা হল নিয়ে বিস্তৃত। জহুরুল হক, সলিমুল্লাহ ও জগন্নাথ হল দক্ষিণপাড়ার সীমানাভুক্ত।

উত্তরপাড়ার কর্তৃত্বে রয়েছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সশস্ত্র কর্মীরা। আর দক্ষিণপাড়ার অভিভাবক হচ্ছে ছাত্রলীগ। যদিও জহুরুল হক হল দীর্ঘদিন তাদের কর্তৃত্বের বাইরে ছিল। মন্টু ছাত্রলীগের ব্যানারে হল ছাত্র সংসদের জিএস মাসুম আহমেদ দীর্ঘদিন ধরে এ হল দখল করে রাখে। সম্প্রতি ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর ছাত্রলীগ আবার জহুরুল হক হলের দখল নিয়েছে।

বড় দাগের বিভক্তি রেখায় উত্তর পাড়ার হলগুলো একক কর্তৃত্ব জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের হাতে থাকলেও এ সংগঠনের মধ্যে রয়েছে নানা উপদলের অস্তিত্ব। মুহসীন হলের দখলে রয়েছে ছাত্রদলের টাঙ্গাইল গ্রুপ। সূর্যসেন হলে রয়েছে ড্যানি গ্রুপ ও মামুন

গ্রুপ। এ দু'গ্রুপের মধ্যে বেশ কয়েকবার গোলাগুলি ও পরস্পরকে মারধরের ঘটনা ঘটেছে। জসীমউদ্দিন হলে রয়েছে বরিশাল ও বরিশাল বিরোধী গ্রুপ। বরিশাল গ্রুপের প্রতি সংগঠনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রভাবশালী এক নেতার আশীর্বাদ রয়েছে। জিয়া হলের একক কর্তৃত্ব রয়েছে জাকির গ্রুপ। মুজিব হলের দখলে রয়েছে মাহবুব গ্রুপ।

ক্ষমতায় থাকাকালে নিজেদের গ্রুপিংকে শক্ত হাতে সামাল দিতে পারলেও ক্ষমতার বাইরে এসে তা কতটা সম্ভব তা নিয়ে বিএনপি ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের মধ্যে যথেষ্ট আশংকা আছে। তবে দলের সংকটের সময়ে ছাত্রদল নেতা–কর্মীরা ঐক্যবদ্ধ থেকে যেকোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে সক্ষম বলে সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা জানান দিয়েছেন।

দক্ষিণপাড়ার ৩টি হলেই কর্তৃত্ব করছে আওয়ামী লীগপন্থী ছাত্রলীগের মাদারীপুর গ্রুপ। তবে মাদারীপুর গ্রুপ কতদিন ৩ হলের দখল রাখতে পারবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কেননা ছাত্রলীগের গোপালগঞ্জ এবং বরিশাল গ্রুপও তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এদিকে জাতীয় পার্টির ছাত্র সংগঠন জাতীয় ছাত্রসমাজও খালেদা সরকারের পতনের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হল দখল করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাদের প্রথম মিশন– জহুরুল হক হল দখল ব্যর্থ হয়েছে। এবার তারা নতুন পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছে। তাদের ধারণা, তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'একটি হল দখল করতে পারলে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের অনেক ''অবহেলিত'' নেতা–কর্মী তাদের সাথে হাত মেলাবে। এ ব্যাপারে জাতীয় ছাত্রসমাজ নেতৃবৃন্দের যুক্তি হচ্ছে, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির জন্ম প্রক্রিয়া, ঘোষিত আদর্শ প্রায় একই। তাই ছাত্রদলের ''অবহেলিত'' নেতা–কর্মীরা ছাত্রলীগে যোগ দেয়ার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত হলেও জাতীয় ছাত্রসমাজে যোগ দেয়ার ব্যাপারে আগ্রহী বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, মুহসীন হল ও জহুরুল হক হলের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত এফ রহমান হলের পরিবেশ অন্যান্য হলের চেয়ে নিরপেক্ষ হলে এ হলটিতে দীর্ঘদিন ধরে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সশস্ত্র কর্মীরা রাজত্ব করছে।

ফজলুল হক ও শহীদুল্লাহ হলেও দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রদলের সশস্ত্র কর্মীরা তাদের কর্তৃত্ব অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু ৩০শে মার্চ সন্ধ্যায় বিএনপি সরকারের পতনের পর ঐদিন গভীর রাতে ছাত্রলীগের (শো–পা) সশস্ত্র কর্মীরা শহীদুল্লাহ হলের বর্ধিত ভবন দখল করে জানিয়ে দিয়েছে যে শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করতে তাদের পূর্ণ প্রস্তুতি রয়েছে।

—অনিল গুপ্ত